আত্মার উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল

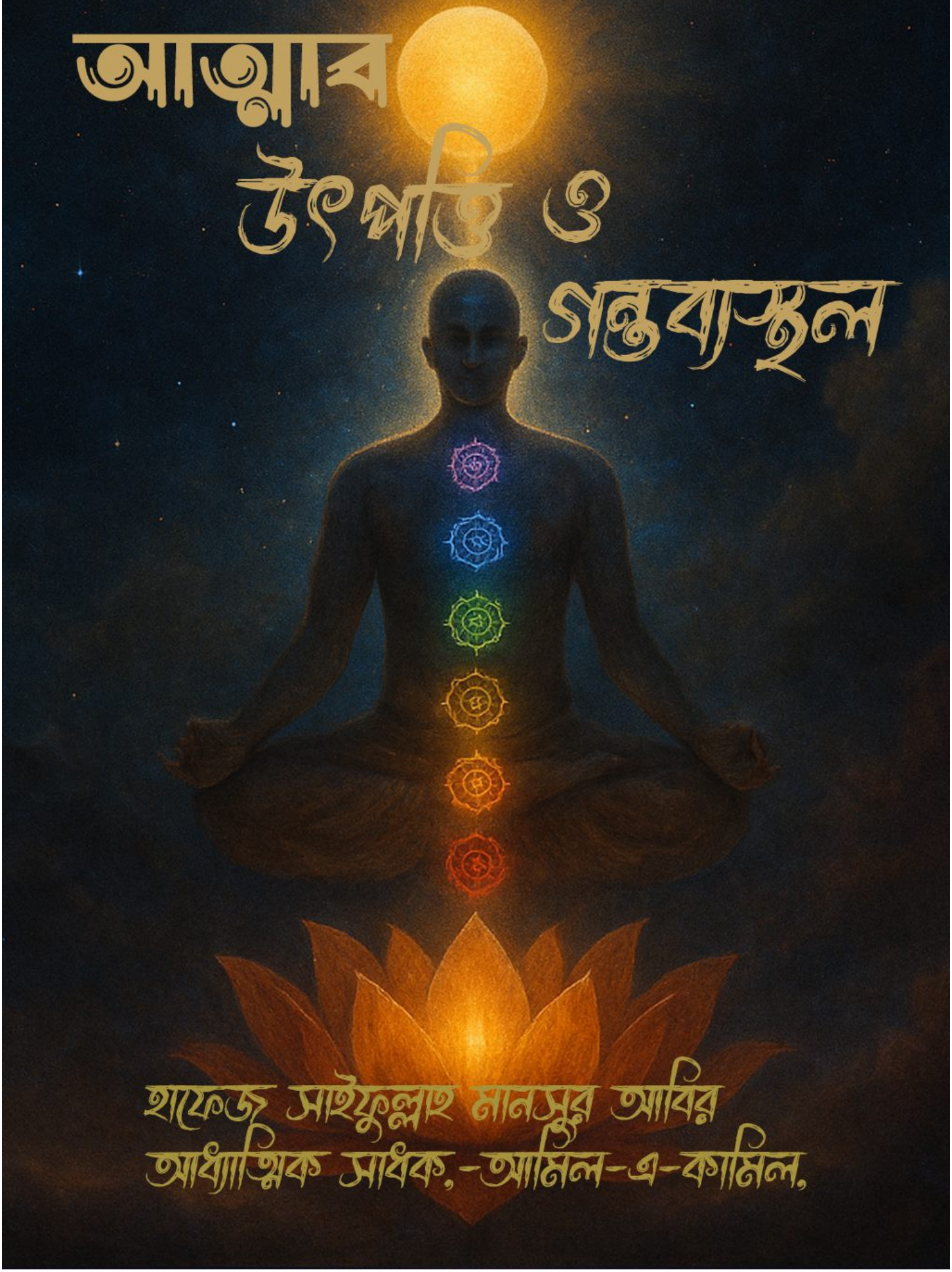

হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,-আমিল-এ-কামিল,

জেনে নিন আত্মার উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল

মহান আল্লাহ পাক বলেন:

" কাইফা তাকফুরূনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআহইয়াকুম, ছুম্মা ইউমীতুকুম ছুম্মা ইউহয়ীকুম ছুম্মা ইলাইহি তুরজা'ঊন।'

অর্থাৎ- "কীরূপে তোমরা আল্লাহর বিষয়ে কুফরি করছো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তারপর তিনি প্রাণ দান করলেন তোমাদের, আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন।পরিণামে তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।'

(সূরা-আল বাকারাহ ২, আয়াত ২৮)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন।'

অর্থাৎ : "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁরই নিকট আমরা ফিরে যাবো।' (সূরা-আল বাকারাহ ২, আয়াত ১৫৬)

সুতরাং রূহ বা আত্মার উৎপত্তি যেমন মহান আল্লাহর কাছ থেকে হয়ে থাকে, তদ্রুপ এ রূহ বা আত্মার গন্তব্যস্থল ও ঐ মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া।আত্মার মুক্তির অন্তরায় আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন রূহ বা আত্মা পুনরায় আল্লাহতে বিলীন হয়ে মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করার জন্য সদা উদগ্রীব।

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে,

"কুল্লু শাইয়িন ইয়ারজি'উ ইলা আসলিহী।'

অর্থাৎ- "প্রতিটি জিনিসই তার মূলের দিকে ধাবিত হয়।'

তবে রূহ বা আত্মা পুনরায় আল্লাহতে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মানুষের ষড়রিপু।

রিপুসমূহের প্ররোচনায়ই মানুষ পাপ কাজ করে, এবং আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে।তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা:) এরশাদ করেন:

"ইন্নাশ শাইত্বানা ওয়াদ্বি'উন খাত্বমাহু 'আলা ক্বালবি ইবনি আদামা ফাইন যাকারাল্লাহা খানাস ওয়া ইন নাসিইয়া ইলতাক্বামা ক্বালবাহু ফাযালিকাল ওয়াসওয়াসুল খান্নাস।'

অর্থাৎ- "নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তানের ক্বালবে নিজের মুখ বা ঠোঁট লাগিয়ে রাখে।যখন ক্বালব আল্লাহর জিকির করে, তখন শয়তান দূরে সরে যায়।আর যদি সে আল্লাহর জিকির করেন, তখন শয়তান তার ক্বালবে গ্রাস করে নেয়।এটিই খান্নাস বা শয়তানের কুমন্ত্রণা।'

(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১৩)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।আল্লাহর রাসুল (সা:) এরশাদ করেন:

"ইন্নাশ শাইত্বানা ইয়াজরী মিন ইবনি আদামা মাজরাদ দাম।'

অর্থাৎ "নিশ্চয় শয়তান চলাচল করে আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের পথ ধরে।'

(মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফের সূত্রে তাফসীরে কুরতুবী ২২ নং খণ্ড, পৃষ্ঠা৫৮২)

আসলে মানব অন্তরে শয়তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়, এবং পাপের কালিমার দ্বারা নিজ ক্বালব কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, ফলে মানুষ মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে।তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) এরশাদ করেন:

"ইন্নাল মু'মিনা ইযা আযনাবা কানাত নুকতাতুন সাওদাউ ফী ক্বালবিহী ফাইন তাবা ওয়াসতাগফারা সুক্কিলা ক্বালবুহু ওয়া ইন ঝাদা ঝাদাত হাত্তা তা'লুওয়া ক্বালবাহ্ ফাযালিকুমুর রানুল্লাযী যাকারাল্লাহু তা'আলা "কাল্লা বাল, রানা 'আলা বুলূবিহিম মা কানু ইয়াকসিবূন।'

অর্থাৎ "নিশ্চয় মু'মিন ব্যক্তি যখন কোনো গুনাহ করে, তার ক্বালবে একটি কালো দাগ পড়ে যায়।অতঃপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে ক্বালবের কালো দাগ সাফ হয়ে যায়।আর যদি গুনাহ বেশি হয়, তবে কালো দাগের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে।অবশেষে কালো দাগসমূহ ক্বালবকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

আর এটিই সে মরিচা, যার বর্ণনা সুমহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরাআনে উল্লেখ করেছেন " 'না' কখনো এরূপ নয়, তারা বরং যা করে, তা তাদের ক্বালবে মরিচা ধরিয়েছে।"

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ'র সূত্রে মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২০৪)

এ কারণে মহিমান্বিত আল্লাহ্ অহির বাণী আল কুরাআনে এরশাদ করেন:

"ক্বাদ আফলাহা মান তাযাক্কা, ওয়া যাকারাসমা রাব্বিহী ফাসাল্লা।'

অর্থাৎ : "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের নামের জিকির করে ও নামাজ আদায় করে।'

(সূরা-আল আ'লা ৮৭, আয়াত ১৪ ও ১৫)

প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন সাধনার মাধ্যমে ষড়রিপুর বেড়াজাল ছিন্ন করতে পারে এবং আপন হৃদয়কে পবিত্র করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখনই সে মুক্তির পরমান্দ লাভ করে।

ইতি

হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আমিল-এ-কামিল,আধ্যাত্মিক সাধক